দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... MAY 9 1999
পৃষ্ঠা ২০ কলাম 2

অচল বুয়েট ।। ছাত্রদের উন্নাসিকতার শেষ কোথায়?

রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, দলাদলি, আধিপত্য, বিস্তারের লড়াই এবং হলদখলের ঘটনা ছাড়াও ক্যাম্পাস বন্ধ থাকতে পারে; শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ক্ষত-বিক্ষত হতে পারে—তার প্রকৃষ্ট উদাহারণ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বুয়েটে গত এক বছরের মধ্যে একাধিক গুরুতর অঘটন ঘটেছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির প্রভাবে নয়; বরং কখনও শিক্ষকদের কারণে, কখনও উগ্র, যুদ্ধংদেহী মনোভাবসম্পন্ন ছাত্রদের দ্বারা বুয়েটের শিক্ষার পরিবেশ ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। স্মরণযোগ্য গত বছরে অস্থির ক্যাম্পাস নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার শীর্ষে ছিল বুয়েট। বলা যায়, পান থেকে চুন খসার মতো ব্যাপার নিয়ে ঐ সময় শনির দশার কবলে পড়েছিল বুয়েট। স্থাপত্য বিভাগের ভর্তি পদ্ধতি বাতিল নিয়ে আন্দোলনরত ছাত্রদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে পদত্যাগ করেছিলেন বিভাগের ১৩ জন শিক্ষক। পরবর্তীতে সিন্ডিকেট ঐ ১৩ জন শিক্ষককে চাকরি থেকে অবসর দিলে শুরু হয় যতসব গণ্ডগোল। এরই রেশ ধরে বুয়েটের স্বায়ত্তশাসনে সরকারী হস্তক্ষেপের অজুহাত এনে গত ৪ মে '৯৯ তৎকালীন ভিসি ডঃ ইকবাল মাহমুদসহ ৭১ জন শিক্ষক বিভিন্ন প্রশাসনিক পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন, তারপর শুরু হয় দীর্ঘ দেড়/দু'মাসের অচলাবস্থা। ৪১ দিন ধরে স্থবির, অচল হয়ে পড়েছিল বুয়েটের সকল কার্যক্রম, ক্লাস এবং পরীক্ষাসমূহ। শেষমেষ শিক্ষকরা রণেভঙ্গ দিয়েছিলেন, তাঁদের নৈতিক বিজয় হয়েছে বলে ঘোষণা দিয়ে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ফাঁকে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের, আরও সেশনজটের কবলে পড়েছিল বুয়েট শিক্ষকদের ঐ কাণ্ড-কীর্তনে। প্রায় এক বছরের ব্যবধানে বুয়েট আজ আবারও অচল হয়ে পড়েছে। এবার কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল, সন্ত্রাসী ছাত্ররা বুয়েটের বারোটা বাজিয়েছে। গত বছরের মতো সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে। উচ্ছৃঙ্খল ছাত্ররা গত ২৫ ও ২৬ এপ্রিল গভীর রাতে দু'দফায় বুয়েটে নজিরবিহীন তাণ্ডব চালায়, লাঠিসোটা, ইটপাটকেল নিয়ে তারা ক্লাসরুম, প্রশাসনিক ভবন, ডাইনিং হল, কমনরুম, কম্পিউটারসহ ফাইলপত্রের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। হিসাব মতে, ছাত্ররা প্রায় ২৫ লাখ টাকার সম্পদ বিনষ্ট করে। জানা যায়, পুরকৌশল বিভাগের একজন ছাত্র ক্লাস টেস্টে তার এক বান্ধবীকে প্রক্সি দিতে গিয়ে শিক্ষকের নিকট হাতেনাতে ধরা পড়ে। শাস্তি হিসাবে ঐ ছাত্রকে প্রথমে ২ বছর, পরে তা হ্রাস করে ১ বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়। ছাত্ররা এর প্রতিবাদেই বুয়েটে ধ্বংসাত্মক কার্য চালায়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে, ২৭ এপ্রিল থেকে বুয়েট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রয়েছে। এদিকে গত ৩০ এপ্রিল বুয়েট শিক্ষক সমিতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাংচুর ও ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের সহিত জড়িত ছাত্রদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানিয়েছে। তাঁরা বুয়েট খুলে দেয়ার পূর্বে এ শাস্তি কার্যকর করা না হলে ক্লাস বর্জন করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। বুয়েটের ভাগ্য এখন সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে।

দেশে প্রকৌশল শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হলো বুয়েট। কেবল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরাই এখানে পড়ার সুযোগ পায়। কিন্তু আজ বুয়েটের ঐতিহ্য ভূলুণ্ঠিত। একের পর এক ঘটছে উচ্ছৃঙ্খলতা, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। দলীয় রাজনীতির প্রভাব তেমন না থাকলেও বুয়েটে যেন অস্থিরতার কমতি নেই।

এক সময় বুয়েটে কোন সেশনজট ছিল না। সময়মতো নির্বিঘ্নে পড়ালেখা শেষ করতে পারত মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা। গত দু'এক বছরের ব্যবধানে বুয়েট সেশনজটের কবলে পড়েছে। বর্তমান অচলাবস্থার মধ্যে নিশ্চিতভাবে বুয়েটের একাডেমিক জট আরও ঘনীভূত হবে। এ অবস্থায় হতাশ হয়ে পড়েছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা। তাদের মূল্যবান শিক্ষাজীবন আজ ধ্বংসের পথে। তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে অতিদ্রুত বুয়েট খুলে দিতে হবে এটাই এখন সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের দাবি।